প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বেইজিংয়ে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক ৫২তম সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালিত

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে বাংলাদেশ দূতাবাসের আয়োজনে ২১ নভেম্বর ২০২৩ ইং তারিখে বাংলাদেশের ৫২তম সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন করা হয়। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দেশটির রাজধানী বেইজিংয়ের হোটেল হিলটনে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চীনের লেঃ জেনারেল ঝাও ও (Zhao Yu), ডেপুটি কমান্ডার অফ পিপলস্ লিবারেশন আর্মি আর্মি (পিএলএএ)। এছাড়া, অফিস ফর ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি কোঅপারেশন (ওআইএমসি) এর সহকারী প্রধান, পিএলএ নেভীর সহকারী প্রধান, পিএলএ এয়ার ফোর্সের সহকারী প্রধান, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, কূটনৈতিক কোরের সদস্য, প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্যে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, এসপিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, সম্মানিত অতিথি এবং সকল অংশগ্রহণকারীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এরপর তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তার স্বাগত বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্যে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। এছাড়া তিনি জাতিসংঘ অঙ্গনে ও জাতি গঠনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অবদানের কথাও তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে কূটনৈতিক সহযোগিতা ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব সহযোগিতা পর্যায়ে পরিণত হয়েছে। তিনি চীনে পিপলস্ লিবারেশন আর্মিকে (পিএলএ) বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের অন্যতম প্রাথমিক গন্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ২০২৩-২০২৪ প্রশিক্ষণ বর্ষে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রশিক্ষণ কোর্সের সুযোগ করার জন্য পিএলএ'র নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি তার বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দুই লাখ নারীর আত্মত্যাগের কথা স্বরণ করেন এবং জাতীয় চার নেতার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বক্তব্যে তিনি ইসরাইল ও ফিলিস্থিন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে বর্বোরচিত রক্তপাত বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জোরালো আহবান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান।

তিনি বাংলাদেশে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকের বিষয় নিয়েও বক্তব্য রাখেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থানরত ১২ লাখ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক নিজদেশ মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার উপর জোর দিয়ে মিয়ানমার সরকারসহ আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। তিনি এ বিষয়ে চীন সরকারের সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন এবং অতিশীঘ্রই একটি ইতিবাচক ও সন্তোষজনক ফলাফলের আশা ব্যক্ত করেন।

রাষ্ট্রদূত ২১ শে নভেম্বরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তিনি প্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি বিশ্বজুড়ে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি ১৬৭ জন শান্তিরক্ষীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং ২৫৯ জন গুরুতর আহত শান্তিরক্ষীকে স্মরণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা জীবন রক্ষা ও শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে, শান্তিবিঘ্ন কিংবা নিরাপরাধ মানুষের প্রাণ হরনের জন্য নয়।

এছাড়া তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর শান্তিকালীন ভূমিকারও প্রশংসা করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে, জাতীয় উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিশেষে তিনি দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পুরনো সফরের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি জোহানেসবার্গে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের সময় সাইড লাইন বৈঠকে চীনের প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতবিনিময়ের কথাও তুলে ধরেন। তিনি চীনকে বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে আখ্যায়িত করে বাংলাদেশের অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রকল্পের উন্নয়নে চীনের অবদানের কথা জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপরে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরিশেষে নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।